

## পশুবলি

বলদান প্রথার শাস্ত্রীয় ভিত্তি:---

পশুবলি সংক্রান্ত বদে প্রমাণ:----

শাস্ত্রে পশুবলি সনাতন স্বীকৃতি:-----

দেবীপুরাণ স্বয়ং ব্রহ্মা বলছেন-

ব্রহ্মমোবাচ-

যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা যজ্ঞম্বেষোং বধঃ স্মৃতঃ ।

অন্যত্র ঘাতনাদ্দোষো বাঙ্মনঃকায়কৰ্ম্মভিঃ ॥

দেবোর্থ্যে পত্নিকার্য্যেষু মনুষ্যর্থ্যে পুরন্দর ।

বধয়ন্ ন ভবদেনে অন্যথা মহাকলির্বাধী ॥

নবকৃষরপূপাণি পায়সং মধুসর্পাধী ।

বৃথামাংসঞ্চ নাশ্শীয়াদ্দেবপত্নি অহোমতিম্ ॥( দেবীপুরাণ- ৯৭/৩-৫)

ব্রহ্মা বললেন, হে পুরন্দর ! যজ্ঞের জন্যই পশুর সৃষ্টি। যজ্ঞে তাদের বধ শাস্ত্রে বহিতি রয়েছে। যজ্ঞের কার্য্যে, বাক্য, মন, কায় ও কর্ম ছাড়া বাকী কর্ম্মে পশুঘাত করলে পাপ হয়।

দেবকার্য্যে, পত্নিকার্য্যে ও মনুষ্যকৃত্যে পশুবধ করলে পাপ হয় না। এর বিপরীতে করলে বরং পাপ হয়।

দেবতা ও পতিগণকে নবিদেনি না করে নূতন কৃষর, পঠা, পায়স, মধু, ঘৃত ও দেবতাকে অনবিদেতি বৃথামাংস ভক্ষণ করবে না।"

এছাড়াও পশুবলি প্রসঙ্গে বরাহপুরাণে বলা হচ্ছে,

বরাহ উবাচঃ

মার্গমাংসং ভরং ছাগং শাকং সমনুধুজ্যতে ।

এতান্ হি প্রাপণে দদ্যান্মম চতৈৎ প্রয়াবহম্ ॥

বুজানো বতিতৈ যজ্ঞে ব্রাহ্মণে বদেপারগে ।

ভাগো মমান্তি তত্রাপি পশুনাং ছাগ্লস্য চ ॥ ( বরাহ পুরাণ-১১৯/১১-১৫ )

"মৃগমাংস, ছাগ মাংস ও শসমাংস আমার অতিপ্রিয়। সুতরাং এসব আমাকে নবিদেন করে দেবে। বসিত্ত যজ্ঞে ছাগ ও অনান্য পশু দান করে বদেপারগ ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করলে আমি তাহার অংশভাগী হই।

এছাড়াও অষ্টাদশ পুরাণের শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে, ও বলিসম্পর্কে বলা হচ্ছে, অর্চষ্ম্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্বকামবরশ্চব্রীম্ ।

ধূপোপহারবলভিঃ সর্বকামবরপ্রদাম্ ॥( শ্রীমদ্ভাগবত: ১০/ ২/১০)

"তুমি সর্বলোকের সকলের প্রার্থনাপূরণকারিণী বরদাদেবীরূপে পূজিতা হবো। লোকে ধূপ, প্রদীপ, উপহার এবং বলি দ্বারা সকল মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যে তোমার পূজা করবে।"

পদ্মস্থা চরচ্চিকা রৌপ্যা ধর্মকামার্থমোক্ষদা ।

প্রতেস্থা সর্ববভয়হা নতিং পশুনপিতনাং ॥( দেবীপুরাণ-২৩/১৬)

"কমলাসনা দেবীমূর্তি আরোগ্য, ধর্ম, কাম, অর্থ ও মুক্তি প্রদান করেন।

প্রতোসনা দেবী পশুবলি গ্রহণ করে নতিং সর্ববধি ভয় হরণ করেন।"

উপরে প্রমাণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে শাস্ত্রে বলদানের বধিান রয়েছে। তাই

আপনারা যারা শক্তি পূজায়, বলি দিতে মনস্থির করছেন নরিদ্বিধায়, আপনারা বলদান করুন।

উপ প্রাগাচ্ছসনং বাজ্যর্বা দবেদ্রীচা মনসাদীধ্যানঃ।

অজঃ পুরো নীয়তে নাভরিস্থানু পশ্চাৎকবয়ো যন্তরিভোঃ।।[ঋগ্বেদে - ১/১৬৩/১২]  
অনুবাদঃ এই তুর্গগামী অশ্ব একমনে দবেগণকে ধ্যান করতে করতে বধ্যস্থানে গমন করতিছে। উহার বন্ধুতুল্য ছাগলকেও বলরি জন্য অগ্ররে লইয়া যাওয়া হইতছে এবং স্তোত্রপাঠক কবগিণ উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করতিছে।

উপ প্রাগাৎ পরমং যৎ সধস্থনবী অচ্ছা পতিরং মাতরং চ।

অদ্যা দবোঽজুষ্টতমো হি গম্যা অথা শান্তে দাশুষে বার্ষাণি॥১৩॥[ঋগ্বেদে- ১/১৬৩/১৩]

অনুবাদঃ- দ্রুতগামী অশ্ব, পতি ও মাতাকে প্রাপ্ত হবার জন্য উৎকৃষ্ট একত্র নবিসযোগ্য স্থানে গমন করছে। হে অশ্ব। অদ্য অত্যন্ত প্রীত হয়ে দবেগণের নকিট গমন করো, যেন হব্যদাতা করণীয় ধন প্রাপ্ত হয়।।১৩।।

এরপর যজুর্বেদে যজ্ঞে বলকিত পশুদের উদ্যশ্যে বলা হচ্ছে ...

"ন বা উ এতন্মর্যিসসে ন রষ্যিসদিবো ইদেষি পথভিঃ সুগভিঃ ।

যত্রাসতে সুকৃতো যত্র তে যযুসতত্র ত্বা দবেঃ সবতি দধাতু ॥"[শুক্ল যজুর্বেদে - ২৩/১৬]

অনুবাদঃ হে অশ্ব ! তুমি এই ভবে দুঃখ করো না যে আহুতি প্রদান কালে তুমি সত্যই মরে যাচ্ছো । তুমি কিন্তু আসলেই বনিষ্ট হচ্ছ না, বরং তুমি অতি সহজ ও উত্তম পথে দবেতাদের নকিট স্বর্গলোক প্রাপ্ত হচ্ছ। শোভন গমনযোগ্য উত্তম পথে তুমি দবেতার কাছে যাও, সুকৃত (পুণ্যাত্মা) ব্যক্তিগণ যখনে অবস্থান করেন, হতিকারী জনগণ যখনে যান, সবতি দবে তোমাকে সে লোকে স্থাপন করুন।

"বায়ব্যং শ্বতেমা লভে ভূতকামো।।"[কৃষ্ণ যজুর্বেদে - ২/১/১/১]

অনুবাদঃ ভূতকামী অর্থাৎ অষ্ট ঐশ্বর্যকামী ব্যক্তি বায়ুদবের উদ্যশ্যে শ্বতে বর্ণের পশুকে যজ্ঞে আহুতি দবে।

সাযণ ভাষ্যঃ- প্রথমানুবাক্যস্যাহদাবশৈবর্যকামনিঃ পশুং বধিত্তে।

অনুবাদঃ- এই অনুবাকে ঐশ্বর্যকামী যজমানের যাগের যোগ্য পশুর বিষয় কথিত হয়ছে।

এর নচি আরো বলা হয়ছে যে

" যো দীক্ষতি যদগ্নীষোমীযং পশুমালভত .... " [কৃষ্ণ যজুর্বেদে - ৬/১/১১/৬]

অনুবাদঃ যে সকল দীক্ষতি ব্যক্তি আছেন, তারা সকলেই অগ্নিষ্টিতোম যজ্ঞে পশুর উৎসর্গ বা বলি দবি।

মনুসংহিতা ৫ম অধ্যায়ঃ--

যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মবে স্বয়ম্ভুবা।

যজ্ঞস্য ভূত্বই সর্বস্য তস্মাদ্যজ্ঞে বধোহবধঃ ॥ ৩৯

বাংলাঃ ব্রহ্মা নিজিই যজ্ঞের জন্য পশুগণকে সৃষ্টি করছেন। যজ্ঞ সকলের উন্নতির কারণ ; সুতরাং, যজ্ঞে পশুহত্যা 'হত্যা' নয়।

মনুসংহিতা ৫ম অধ্যায়ঃ--

ওষধ্যঃ পশবো বৃক্সাস্তর্যিঞ্চঃ পক্শণিস্তথা।

যজ্ঞার্থং নধিনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যচ্ছরতিঃ পুনঃ ॥ ৪০

বাংলাঃ ওষধি (যে গাছ ফল পাকলে মরে যায়), পশুগণ, বৃক্সসমূহ, কচ্ছপাদি তর্যিগজাতি ও পক্শগিণ যজ্ঞের জন্য নহিত হলে আবার উচ্চ জন্ম লাভ করে।

এই শ্লোকদ্বয়ের মাধ্যমে বলা হয়ছে যে, যজ্ঞ বা বলির উদ্দেশ্য হচ্ছে দবেতার

তুষ্টি ও সকল জীবের মণ্ডল। এখানে পশুহত্যা “হত্যা” নয়, বরং একপ্রকার ধর্মীয় অনুশাসন।

প্রকৃতি খণ্ড, অধ্যায় ৬৪:---

বলদান বধিনাঞ্চ ক্রয়তাং মুনসিত্তম ।

মায়াভি মহিষিং ছাগং দদ্যান্মযোদকিং শুভং ॥ ৯১ ॥

প্রকৃতি খণ্ড, অধ্যায় ৬৪:---

সহস্রবর্ষং সুপ্রীতা দুর্গামায়াতি দানতঃ ।

মহিষেণ বর্ষশতং দশবর্ষঞ্চ ছাগলাও ॥ ৯২ ॥

প্রকৃতি খণ্ড, অধ্যায় ৬৪:--

বর্ষং মেষেণ কুষ্মাণ্ডৈঃ পক্ষিভিহি রণিস্তথা।

দশবর্ষং কৃষ্ণসারৈঃ সহস্রাব্দঞ্চ গণ্ডকৈঃ ॥ ৯৩ ॥

বাংলা: শ্রীনারায়ণ নারদকে বললেন, হে দেবর্ষে! এক্ষণে বলদান বধিন তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করতিছে। শ্রবণ কর। সুবজ্রি ব্যক্তি দেবীর প্রীতির জন্য

সুলক্ষণাক্রান্ত মহিষ, ছাগ ও মযোদপি পশু বলি প্রদান করবি।

মহিষ বলদানে শত বর্ষ, ছাগ বলদানে দশ বর্ষ, শেষে পক্ষী হরণি ও কুষ্মাণ্ড বলদানে একবর্ষ, কৃষ্ণসার বলদানে দশ বর্ষ ও গণ্ডক বলদানে সহস্র বর্ষ ভগবতী দুর্গাদেবী বলদাতা পূজকের প্রতি প্রসন্না হইয়া থাকেন।

এই অংশে স্পষ্টতই বলা হয়ছে, বলির মাধ্যমে দেবীকে সন্তুষ্ট করা যায়, এবং বিভিন্ন প্রাণীর বলদানের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন মযোদে দেবীর কৃপা লাভ হয়।

শাক্তপুজোয় বলি আবশ্যক।

কালকিপুরণ, অধ্যায় ৫৫, শ্লোক ১০:---

যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্ট্বা স্বয়মবে স্বয়ম্ভুবা।

অতস্তবাং ঘাতয়ামাদ্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোহবধঃ।।

এং হরীং শ্রীং ইতি মন্ত্রণে তং বলিং কামরূপণি।।

বাংলা: ঈশ্বর স্বয়ং যজ্ঞের জন্য সকল প্রকার পশুর সৃষ্টি করছেন, এই জন্য আমি তোমাকে হত্যা করি, তাই যজ্ঞে পশুহত্যা হিংসার মধ্যগে গণ্য হয় না।

(বধোহবধঃ শব্দরে অর্থবধ হয়ও অবধ, অর্থাৎ এটি আসলে বধ নয়)।

তারপর মন্ত্রে বলির পশুককে কামরূপ কল্পনা করে এক আঘাতে বলিচ্ছদে করতে হবে।

কালকি পুরণ, অধ্যায় ৫৫, শ্লোক ১-৪:---

বলদানং ততঃ পশ্চাৎ কুর্য্যাদ্দেব্যাঃ প্রমোদকম্ ।

মোদকরৈগজবক্তৃঞ্চ হবষিা তোষয়দ্রবম্ ।।

তৌর্যত্রকিশৈচ নয়িমৈঃ শঙ্করং তোষয়দেধরম্ ।

চণ্ডকিং বলদাননে তোষয়ৎ সাধকঃ সদা ।।

পক্ষণিঃ কচ্ছপা গ্রাহাশ্চাগলাচ বরাহকাঃ।

মহিষো গোধকিশীষা তথা নববধিা মৃগাঃ ।।

চামরঃ কৃষ্ণসারশ্চ শশঃ পংচাননস্তথা মৎস্যঃ।

স্বগাতরুধরিধা বলয়া মতাঃ।।

বাংলা: তারপর, দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দাও। কারণ, গণপতি মোদকে, বসিণু ঘদিয়ি, শবি সংগীতে ও আমাদের আদর্শিক্তি/প্রাশক্তি শ্রীশ্রী চণ্ডী বলতি তুষ্ট হন।

পাখি, কচ্ছপ, কুমরি, নব শাহারী প্রাণী বুনো শূয়ার, ছাগল, মোষ, ঘোড়া, খড়গোঁজা, হরণি, কৃষ্ণসার হরণি, মাছ, নজি রক্ত এগুলোই বলি হিসেবে দেওয়া সম্ভব।

শ্রীচণ্ডী: ১২.১০-১১:---

বলপ্রদানে পূজ্যামগ্নকির্ষ্যে মহোৎসবে।

সর্বং মমতৈচ্ছরতিমুচ্চার্যং শ্রাব্যমবে চ।।

জানতাজানতা বাপি বলপূজাং তথা কৃতম্।

প্রতীচ্ছষিষ্যাম্যহং প্রীত্যা বহ্নহিহোমং তথা কৃতম্ ॥

"বলদিনে, দেবতার পূজায়, যজ্ঞ ও হোমাদিতে এবং মহোৎসবে আমার এই মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে পাঠ ও শ্রবণ করা কর্তব্য। আমার মাহাত্ম্যপাঠের পর বধিজিঞানপূর্বক বা অজ্ঞানপূর্বক অনুষ্ঠিতি বলদিনসহকারে পূজা এবং আমার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতি হোমাদি আমি প্রীতপূর্বক গ্রহণ করি।"

যজ্ঞাদি করমে পশুবধজনতি পাপ হয় না।

বসিষ্টি সুস্পষ্টভাবে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবে রচিতি শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হয়েছে:-

--

অর্চষ্যন্ততি মনুষ্যাস্কাং সর্বকামবরশ্বেবরীম্।

ধূপোপহারবলভিঃ সর্বকামবরপ্রদাম্ ।।....শ্রীমদ্ভাগবত: ১০. ২.১০

"তুমি সর্বলোকে সর্বকালে প্রার্থনাপূরণকারিণী বরদাদেবীরূপে পূজিতা হব। লোকে ধূপ, প্রদীপ, উপহার এবং বলি দ্বারা সকল মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যে তোমার পূজা করবে।"

সুরামাংসোপহারশৈ ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ পূজিতা।

নৃণামশেষকামাংস্ত্বং প্রসন্না সম্প্রদাস্যসি ।।----বসিষ্ণু পুরাণ: ৫.১.৮৬

"হে দেবী! সুরা ও মাংস, ভক্ষ্য ও ভোজ্য দ্বারা তোমায় পূজা করলে তুমি প্রসন্ন হয়ে মনুষ্যগণের সর্ব প্রার্থনাকে বসিষ্ণু প্রদান করবে।"

শেষে, যদিকটে বলেন "শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই", তবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ষোড়শ অধ্যায়ের ২৩নং শ্লোক স্মরণে রাখা জরুরি:

যঃ শাস্ত্রবধিমিৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।

ন স সদ্ধিমিবাপ্নোতিনি সুখং ন পরা গতিমি।।....শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, অধ্যায় ১৬, শ্লোক ২৩

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি শাস্ত্রবধি ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছাচারী হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে সদ্ধি লাভ করিতে পারেনা, তাহার শান্তিসুখও হয় না, মোক্ষলাভও হয় না। কালীপূজা তে পশুবলি দেওয়ার অর্থ হল কালীপূজা তে মা কালী র কাছে পশু বলিদান করলে সেই পশু পশু জন্ম থেকে মুক্তি পিয়ে জীব ববির্তন এর মাধ্যমে মানব জন্ম লাভ করে.. শ্রীকৃষ্ণ ভাগবত গীতায় বলে গেছেন বৈদিক যজ্ঞে পশুবলি কে হিংসাত্মক কার্য হিসাবে গণ্য করা হয় না এতে পশু রা জীব ববির্তন এর মাধ্যমে উন্নততর জীব হয়ে ওঠে এটা গীতা ভাষ্য তেও আছে.. সজেন্য কালীপূজা বা শক্তিপূজা তে পশুবলি দিলে বলি প্রদত্ত পশু পশুজন্ম সমাপ্তি ঘটিয়ে জীব ববির্তন এর মাধ্যমে মানব জন্ম লাভ করে এতে তার পশুজন্ম র সমাপ্তি হয় তাই বৈদিক যজ্ঞে পশুবলি ও কালীপূজা বা শক্তিপূজা তে পশুবলি কে হিংসাত্মক কার্য হিসাবে গণ্য করা হয় না।

বলদিন প্রথা হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রসম্মত, ঐতিহ্যবাহী ও গভীরভাবে আধ্যাত্মিক একটি অনুশাসন। এটি শুধু প্রাণী বলির মধ্যই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আত্মত্যাগ, কামনাকে দমন, ও দেবীর প্রতি চূড়ান্ত শ্রদ্ধার এক প্রতীক।